#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

EDITORIAL EXPLAINED

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

11th May to 16th May 2026

RICE IAS

সূচক

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** ____ **01**
   1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা ____ 01
      1.1.1. NTA-র ‘জিরো এরর’ নীতির ব্যর্থতা: ভারতের পরীক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা ____ 01
      1.1.2. সরকার গঠনে রাজ্যপালের সাংবিধানিক ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা ____ 05

2. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** ____ **09**
   2.1. অর্থনীতি ____ 09
      2.1.1. মূলধন ফ্লাইট ও টাকার সংকট: ভারতের বৈদেশিক খাত চাপের মুখে ____ 09
      2.1.2. প্রবৃদ্ধি থেকে উৎপাদনশীলতা: ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'-এর পথে ভারতের যাত্রা ____ 12
   2.2. পরিবেশ ____ 16
      2.2.1. মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত ব্যবস্থাপনা: সহাবস্থান এবং টেকসই সংরক্ষণ ____ 16
      2.2.2. ভারতের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংকট: কেন্দ্রীভূত শাসনের সীমাবদ্ধতা এবং উত্তরণের পথ ____ 20

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

সাধারণ অধ্যয়ন ২

1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

1.1.1. NTA-র 'জিরো এরর' নীতির ব্যর্থতা: ভারতের পরীক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা

ভূমিকা

- সম্প্রতি, ২০২৬ সালের NEET-UG পরীক্ষায় প্রায় **২২.৭৯ লক্ষ চিকিৎসা প্রত্যাশী** শিক্ষার্থী বসার নয় দিন পর, **ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি** (NTA) ঘোষণা করেছে যে পরীক্ষাটির গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়েছে। তারা সম্পূর্ণ **পুনরায় পরীক্ষা** (Full Re-test) নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, যা নিট-এর ইতিহাসে একটি **নজিরবিহীন** ঘটনা।
- এই সিদ্ধান্ত দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। **ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন** (FAIMA) সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে NTA-র আমূল **কাঠামোগত সংস্কার** অথবা এই সংস্থাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছে। এই ঘটনা ভারতের পরীক্ষা পরিচালনা বা **শাসনব্যবস্থার** (Governance framework) গভীর ফাটলগুলোকে প্রকাশ্যে এনেছে।

NTA-র ভূমিকা এবং আস্থার ক্রমবর্ধমান সংকট বোঝা

A. **ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) কী?**

- **ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি** (NTA) ২০১৭ সালে **শিক্ষা মন্ত্রক** কর্তৃক একটি **স্বায়ত্তশাসিত** (Autonomous) এবং বিশেষায়িত পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ভারতের উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে **স্বচ্ছ, দক্ষ, মানসম্মত এবং প্রযুক্তি-নির্ভর** পরীক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়েছিল।

B. **NTA-র দায়িত্ব:**

- NTA জাতীয় স্তরের প্রধান পরীক্ষাগুলো পরিচালনা করে, যেমন:
  - চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভর্তির জন্য NEET-UG।
  - ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তির জন্য JEE Main।
  - স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য CUET।
  - UGC-NET এবং অন্যান্য প্রবেশিকা পরীক্ষা।
- ২০২৬ সালে, ৫,৪৩২টি কেন্দ্রে প্রায় **২২.৭৯ লক্ষ শিক্ষার্থী** পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল, যা এটিকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরিণত করেছে।
- এই পরীক্ষার গুরুত্ব বা **স্টেক** (Stakes) অত্যন্ত বেশি কারণ:
  - চিকিৎসাবিদ্যার আসন অত্যন্ত **সীমিত**।
  - পরীক্ষার্থীদের ওপর প্রবল **সামাজিক চাপ** থাকে।
  - বছরের পর বছর প্রস্তুতি এবং কোচিংয়ের পেছনে **বিশাল খরচ** জড়িত থাকে।
  - এই পরীক্ষা সরাসরি শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ারের গতিপথ নির্ধারণ করে।

C. **নিট (NEET) ফলাফল বিতর্ক:**

২০২৪ সালে:

- শীর্ষ ১০০ জন প্রার্থীর মধ্যে **৬৭ জন পূর্ণ নম্বর** পেয়েছিলেন, যেখানে ২০২৩ সালে মাত্র ২ জন এবং ২০২২ সালে কেউ পূর্ণ নম্বর পাননি।
- এর ফলে ব্যাপক **র‍্যাঙ্ক ইনফ্লেশন** (Rank inflation) ঘটে, যা শীর্ষ মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি হওয়া অত্যন্ত কঠিন করে তোলে।
- সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় **১.১ লক্ষ** MBBS আসনের বিপরীতে প্রায় ১৩ লক্ষ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় প্রতিযোগিতা চরম আকার ধারণ করে।
- তদন্তে জানা গেছে যে প্রায় ১৫৫ জন শিক্ষার্থী **প্রশ্নপত্র ফাঁসের** (Leaked question papers) মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। তাসত্ত্বেও পুনরায় পরীক্ষার দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল, যা সংস্থার **জবাবদিহিতার অভাব** (Lack of accountability) এবং দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ার একটি ধারণা তৈরি করে।

২০২৬ সালে:

- NTA-র ঘোষিত **'জিরো এরর, জিরো টলারেন্স'** (Zero Error, Zero Tolerance) নীতি এবং ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, রাজস্থান পুলিশের তদন্তে দেখা গেছে যে পরীক্ষার প্রায় এক মাস আগেই ১২০টি আসল প্রশ্ন সম্বলিত একটি **'গেজ পেপার'** (Guess paper) ছড়িয়ে পড়েছিল।
- শেষ পর্যন্ত NTA নিজেই এই ত্রুটি স্বীকার করে এবং **পুনরায় পরীক্ষার** (Re-test) ঘোষণা দেয়, যা নিট-এর ইতিহাসে প্রথম।

কেন NTA-র 'জিরো এরর' প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হলো

A. **প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল — কিন্তু নেতৃত্বের অস্থিরতা বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করেছে**

- ২০২৪ সালের কেলেঙ্কারির পর, তৎকালীন NTA মহাপরিচালক, আইএএস (IAS) অফিসার সুবোধ কুমার সিংকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং সংস্থাটি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে **পূর্ণকালীন প্রধান** (Full-time chief) ছাড়াই চলেছিল, যা একটি বিপজ্জনক প্রশাসনিক শূন্যতা তৈরি করে।
- ২০২৬ সালের মার্চ মাসে, 'ইন্ডিয়া-এআই' (IndiaAI) মিশনের প্রাক্তন সিইও অভিষেক সিং দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি কঠোর **'জিরো এরর, জিরো টলারেন্স'** (Zero Error, Zero Tolerance) নীতি ঘোষণা করেন।
- নতুন নেতৃত্ব এবং জোরালো জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও, NTA ২০২৬ সালের **প্রশ্নপত্র ফাঁস** (Paper leak) রোধ করতে পারেনি। এটি প্রমাণ করে যে ব্যবস্থার সংস্কার না করে কেবল কর্মী পরিবর্তন করলে মূল সমস্যার সমাধান হয় না।

B. **গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা — যা সফল হয়নি**

- NEET-UG ২০২৬-এর জন্য মোতায়েন করা **শারীরিক ও প্রযুক্তিগত সুরক্ষা** (Physical and Technological Safeguards) ব্যবস্থার মধ্যে ছিল:
  - কঠোর প্রোটোকলের অধীনে গোপনীয় পরীক্ষা সামগ্রীর সিল করা হ্যান্ডলিং।
  - প্রশ্নপত্র পরিবহনের জন্য পুলিশি প্রহরাসহ GPS-**সংযুক্ত যানবাহন**।
  - সমস্ত ৫,৪৩২টি পরীক্ষা কেন্দ্রে CCTV **নজরদারি**, যার ফিড ১,৫০,০০০টি ক্যামেরাসহ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে সংযুক্ত ছিল।

- জালিয়াতি বা ছদ্মবেশ দূর করতে **আধার-ভিত্তিক বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন** (Aadhaar-based biometric authentication)।
- মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি এবং কেন্দ্রীয় সিস্টেমের মাধ্যমে রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ।
- জাল প্রশ্নপত্র ছড়ানোর অভিযোগে ১২০টি **টেলিগ্রাম** (Telegram) চ্যানেল বন্ধ করা।

- এই সমস্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, পরীক্ষার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে আসল প্রশ্নের বড় অংশ সম্বলিত একটি **'গেজ পেপার'** (Guess paper) ছড়িয়ে পড়েছিল। এটি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, **উৎস-স্তরের নিরাপত্তা** (Source-level security) এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োগের ব্যর্থতা নির্দেশ করে।

NTA পরীক্ষা পরিচালনায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা** (Infrastructural Bottleneck): NTA-র CBT (Computer Based Test) সক্ষমতা প্রতিদিন ৫৫২টি কেন্দ্রে মাত্র ১.৫ লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য। অন্যদিকে, প্রতি বছর প্রায় ২২-২৩ লক্ষ পরীক্ষার্থী NEET-UG পরীক্ষায় বসে। ২০২৪ সালে কম্পিউটার ল্যাব সম্প্রসারণের জন্য একটি **টেন্ডার** (Tender) ডাকা হলেও তা চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি।
- **রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্থবিরতা** (Political and Bureaucratic Inertia): NEET-কে CBT মোডে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য উভয় মন্ত্রকের অনুমোদনের প্রয়োজন। অন্তত পাঁচ বছর ধরে প্রস্তাবটি ঝুলে থাকলেও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, যা **রাজনৈতিক সদিচ্ছার** (Political will) অভাবকেই প্রতিফলিত করে।
- **সংগঠিত ফাঁস চক্র** (Organised Leak Networks): প্রশ্নপত্র ফাঁস ক্রমবর্ধমানভাবে **অপরাধী চক্র** (Criminal networks) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যারা এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপ, আঞ্চলিক কোচিং সেন্টার এবং **দুর্নীতিগ্রস্ত অন্তর্ঘাতকদের** (Corrupt insiders) মাধ্যমে কাজ করে। এটি মোকাবিলা করা NTA-র প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার বাইরে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- **দুর্বল আইনি প্রতিরোধ** (Weak Legal Deterrence): যদিও **পাবলিক এক্সামিনেশন অ্যাক্ট** (Public Examinations Act) বিদ্যমান, তবে এর প্রয়োগ সীমিত। ২০২৪ সালের ঘটনায় সিবিআই (CBI) ৪৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিলেও এখনো কোনো **প্রকাশ্য সাজা** (Public conviction) ঘোষণা করা হয়নি।
- **নেতৃত্বের অস্থিরতা:** দীর্ঘ সময় ধরে পূর্ণকালীন প্রধানের অভাব এবং ঘনঘন নেতৃত্ব পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সংস্কারের গতিকে ব্যাহত করে।
- **পরীক্ষার্থীদের ওপর মানবিক প্রভাব:** পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে **মানসিক চাপ** (Psychological distress) সৃষ্টি করে, যা বিশেষভাবে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীদের ক্ষতি করে। প্রতিটি শাসনতান্ত্রিক ব্যর্থতা এখানে একটি **সামাজিক ন্যায়বিচারের** (Social justice) ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।

২০২৪-এর সংকটের পর রাধাকৃষ্ণন কমিটির প্রধান সুপারিশসমূহ

২০২৪ সালের NEET-UG বিতর্কের পর, শিক্ষা মন্ত্রক ইসরোর (ISRO) প্রাক্তন চেয়ারম্যান **কে. রাধাকৃষ্ণনের** নেতৃত্বে একটি উচ্চ-স্তরের কমিটি গঠন করে। রাধাকৃষ্ণন কমিটি ২০২৪ সালের অক্টোবরে তার প্রতিবেদন জমা দেয় এবং পরীক্ষা পরিচালনায় আমূল সংস্কারের সুপারিশ করে।

- **প্রধান সুপারিশসমূহ:**

- **কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষা (CBT)-তে রূপান্তর:** প্যানেলটি প্রচলিত পেন-অ্যান্ড-পেপার (PPT) মডেলকে একটি বড় **নিরাপত্তা ঝুঁকি** হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তারা JEE Main-এর মতো **CBT ফরম্যাটে** পরীক্ষা নেওয়ার সুপারিশ করেছে, যা সফলভাবে প্রতি বছর ১৩-১৫ লক্ষ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা ৪-৫ দিনে সম্পন্ন করে।

- **কম্পিউটার-সহায়ক সুরক্ষিত PPT (Computer-Assisted Secure PPT):** অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য প্যানেলটি **ডিজিটালি এনক্রিপ্টেড (Digitally encrypted)** প্রশ্নপত্র কেন্দ্রে পাঠানোর সুপারিশ করেছে। এই প্রশ্নপত্র পরীক্ষার ঠিক আগে স্থানীয়ভাবে প্রিন্ট করা হবে, যাতে মুদ্রণ ও পরিবহনের সময় প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি বন্ধ হয়।
- **পরিকাঠামো সম্প্রসারণ:** বিদ্যমান সীমিত পরিকাঠামোর বাইরে **CBT কেন্দ্রের সক্ষমতা** উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তার ওপর প্যানেলটি জোর দিয়েছে।

বিশ্বের সেরা অনুশীলন যা ভারত শিখতে পারে

A. চিনের উন্নত নজরদারি এবং AI মনিটরিং

- **চিন ব্যবহার করে:**
  - **AI-চালিত নজরদারি,**
  - **বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন,**
  - **সিগন্যাল জ্যামার,** এবং
  - 'গাওকাও' (Gaokao)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় **রিয়েল-টাইম ডিজিটাল মনিটরিং**।
- কঠোর আইনি শাস্তি সংগঠিত জালিয়াতি রোধে একটি শক্তিশালী **প্রতিরোধক (Deterrent)** হিসেবে কাজ করে।

B. যুক্তরাজ্যের স্বাধীন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

- যুক্তরাজ্য পরীক্ষা পরিচালনা এবং স্বাধীন নিয়ন্ত্রণকে আলাদা রাখে (যেমন Ofqual)।
- **স্বাধীন অডিটিং** এবং স্বচ্ছ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর জনগনের আস্থা বাড়াতে সাহায্য করে।

একটি নির্ভরযোগ্য এবং সুরক্ষিত পরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ার ভবিষ্যতের পথ

- **অবিলম্বে CBT-র দিকে যাত্রা:** NTA-কে তিন বছরের মধ্যে প্রতিদিন ২০-২৫ লক্ষ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়ার মতো **CBT পরিকাঠামো** তৈরির নির্দিষ্ট সময়সীমা ও বাজেট দিতে হবে।
- **অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান হিসেবে সুরক্ষিত PPT:** সম্পূর্ণ CBT সক্ষমতা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণন প্যানেলের সুপারিশ অনুযায়ী **ডিজিটালি এনক্রিপ্টেড ও স্থানীয়ভাবে মুদ্রিত** প্রশ্নপত্র ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করতে হবে।
- **স্বাধীন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ গঠন:** আমেরিকার NBME বা যুক্তরাজ্যের GMC-এর মতো একটি **সংবিধিবদ্ধ ও স্বাধীন সংস্থা** গঠন করতে হবে যা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত থেকে সমস্ত জাতীয় পরীক্ষা তদারকি করবে।
- **আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা: পাবলিক এক্সামিনেশন অ্যাক্ট** কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রশ্ন ফাঁসের মামলার জন্য **ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট** গঠন করে দ্রুত সাজা নিশ্চিত করতে হবে।
- **বৃহৎ ও পরিবর্তনশীল কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক:** নিট-কে একটি **অ্যাডাপ্টিভ টেস্টিং মডেল (Adaptive testing model)** গ্রহণ করতে হবে যেখানে হাজার হাজার প্রশ্নের ভাণ্ডার থাকবে, যাতে কোনো একটি সেট ফাঁস হওয়া অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।
- **স্বচ্ছ ফলাফলের সাথে সিবিআই (CBI) তদন্ত:** জনগনের আস্থা ফেরাতে পরীক্ষা ফাঁসের তদন্তগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে **প্রকাশ্য সাজা (Public convictions)** প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।
- **পরীক্ষার্থীদের জন্য মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা:** ব্যবস্থার ব্যর্থতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারকে **মানসিক স্বাস্থ্য হেল্পলাইন** এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা চালু করতে হবে।

উপসংহার

- পরীক্ষার সততা নষ্ট হওয়া কেবল একটি প্রশাসনিক ভুল নয়; এটি একটি **শাসনতান্ত্রিক সংকট** (Governance crisis) যা ভারতের মেধা, সমান সুযোগ এবং শিক্ষার অধিকারের অঙ্গীকারকে আঘাত করে।
- নিট-কে একটি ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা থেকে স্বচ্ছতা ও আস্থার মডেলে রূপান্তর করতে **রাজনৈতিক সদিচ্ছা**, প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ এবং **আইনি জবাবদিহিতা** একান্ত প্রয়োজন।

এখানে আপনার প্রদান করা সম্পাদকীয় ভূমিকার অংশটির নির্ভুল এবং মার্জিত বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোকে **বোল্ড** (Bold) করে হাইলাইট করা হয়েছে।

Q. Evaluate the effectiveness of the National Testing Agency (NTA) in conducting large-scale examinations in India. What reforms are necessary to restore public trust in the examination system? 15 Marks

1.1.2. সরকার গঠনে রাজ্যপালের সাংবিধানিক ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা

প্রেক্ষাপট

- সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বেশ কিছু ঘটনা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে: একজন **রাজ্যপাল কি এমন কোনো শর্ত আরোপ করে একটি বৈধভাবে নির্বাচিত সরকারের গঠনে বিলম্ব করতে পারেন**, যা ভারতের সংবিধানে উল্লেখ নেই?
- শপথ গ্রহণের আগেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ চাওয়া, সদ্য শপথ নেওয়া সরকারকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আস্থাভোটের মুখোমুখি হওয়ার নির্দেশ দেওয়া এবং সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলোকে বেছে বেছে প্রয়োগ করা—এই ধরণের কর্মকাণ্ড রাজ্যপালের পদটিকে ভারতের বর্তমান **যুক্তরাষ্ট্রীয় বিতর্কের** (federal debate) কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে।

রাজ্যপালের পদ: সাংবিধানিক অবস্থান, ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতা

- **রাজ্যপালের সাংবিধানিক অবস্থান:** ভারতীয় সংবিধানের **১৫৩ নম্বর অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী রাজ্যপাল হলেন একটি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। **১৫৫ নম্বর অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে নিয়োগ করেন এবং **১৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী তিনি রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির (pleasure of the President) ওপর ভিত্তি করে পদে বহাল থাকেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, রাজ্যপাল রাজ্যের জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হন না, তাই তাঁর কোনো স্বাধীন জনমত বা ম্যান্ডেট থাকে না।
- **নির্বাহী ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধ ভূমিকা: ১৫৪ নম্বর অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী রাজ্যের নির্বাহী ক্ষমতা রাজ্যপালের ওপর ন্যস্ত। তবে **১৬৩ নম্বর অনুচ্ছেদ** স্পষ্ট করে দেয় যে, রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শে (aid and advice) তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। ফলে রাজ্যপালের ব্যক্তিগত বিবেচনামূলক ক্ষমতার (discretion) পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং তা সংবিধান ও প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ।
- **সরকার গঠন এবং ১৬৪ নম্বর অনুচ্ছেদ: ১৬৪(১) নম্বর অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। এখানে রাজ্যপালের ভূমিকা হলো এমন একজন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যিনি বিধানসভার আস্থা অর্জনে সক্ষম এবং তাঁকে শপথ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো। রাজ্যপাল এখানে কোনো গাণিতিক পরীক্ষক নন।

- মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত ব্যক্তি শপথ গ্রহণের আগে পর্যাপ্ত সমর্থনের স্বাক্ষরযুক্ত চিঠি জমা দিয়েছেন কি না, তা বিচার করার ক্ষমতা রাজ্যপালের নেই।

- **বিধানসভাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের একমাত্র স্থান: ১৬৪(২) নম্বর অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে বিধানসভার কাছে দায়বদ্ধ। সংবিধান অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের স্থান হলো বিধানসভার কক্ষ (floor of the House), রাজ্যপালের খাসকামরা নয়। এটিই সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল কথা, যেখানে একটি সরকার আইনসভার ভোটে টিকে থাকে বা পড়ে যায়, কোনো সাংবিধানিক মনোনীত ব্যক্তির ব্যক্তিগত মূল্যায়নে নয়।

সরকার গঠন সংক্রান্ত সাংবিধানিক রীতিনীতি এবং রাজ্যপালের ত্রুটিসমূহ

- **বিশেষজ্ঞ কমিশনগুলোর অভিন্ন সুপারিশ: সরকারিয়া কমিশন (১৯৮৮), ভেঙ্কটচালাইয়া কমিশন (২০০২)** এবং **পুঞ্চি কমিশন (২০১০)**—সবগুলোই সরকার গঠনে একই অগ্রাধিকারের ক্রম সুপারিশ করেছে: প্রথমে প্রাক-নির্বাচন জোটকে (single largest pre-poll alliance) ডাকতে হবে, এরপর একক বৃহত্তম দল যারা স্থিতিশীল সরকার গঠনের দাবি জানায়। প্রাক-নির্বাচন জোটকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় কারণ ভোটাররা ভোট দেওয়ার সময় জানতেন তাঁরা ঠিক কাকে বেছে নিচ্ছেন।
- **রীতিনীতির বৈষম্যমূলক প্রয়োগ রাজ্যপালের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন করেছে:** এই কমিশনগুলোর সুপারিশ সব রাজ্যে সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে একক বৃহত্তম দলকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম জোটকে আগে ডাকা হয়েছে, অথবা সমপর্যায়ের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দলকে ভিন্ন ভিন্ন সময়সীমা দেওয়া হয়েছে।
  - এই অসংগতি রাজ্যপালের নিরপেক্ষ সাংবিধানিক অবস্থান সম্পর্কে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের ধারণা তৈরি করে।
- **সংখ্যালঘু সরকার সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি বৈধ বৈশিষ্ট্য:** ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে এমন অনেক সংখ্যালঘু সরকারের উদাহরণ রয়েছে যারা শপথ গ্রহণের আগে কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ ছাড়াই বৈধভাবে কাজ করেছে।
  - উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৬ সালের মে মাসে রাষ্ট্রপতি **শঙ্কর দয়াল শর্মা**, অটল বিহারী বাজপেয়ীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান যদিও বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না, এবং তাঁকে সংখ্যা প্রমাণের জন্য ১৩ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল।
  - একইভাবে, **পি.ভি. নরসিমা রাও** পূর্ণ পাঁচ বছর একটি সংখ্যালঘু কংগ্রেস সরকার চালিয়েছিলেন।
  - **এইচ.ডি. দেবেগৌড়া** এবং **আই.কে. গুজরাল** উভয়ই কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
  - ২০০৪ সালে প্রথম **মনমোহন সিং** সরকারও সংখ্যালঘু হিসেবে শুরু হয়েছিল এবং বাইরের সমর্থনে পূর্ণ মেয়াদ সম্পন্ন করেছিল। এই কোনো ক্ষেত্রেই শপথের আগে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে বলা হয়নি।
- **৭২ ঘণ্টার মধ্যে আস্থাভোটের নির্দেশ দলত্যাগ বিরোধী আইনের পরিপন্থী:** নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আস্থাভোট প্রমাণের নির্দেশ দিলে তা 'ঘোড়া কেনাবেচা' (horse-trading) বা দলত্যাগের সুযোগ করে দেয়। **দশম তফশিল** বা দলত্যাগ বিরোধী আইন যা আটকানোর জন্য তৈরি করা হয়েছিল, এমন সংক্ষিপ্ত সময়সীমা ঠিক সেই বিশৃঙ্খলারই জন্ম দেয়।
- **একমাত্র সঠিক সাংবিধানিক প্রতিকার হলো বিরোধী দলের আনা অনাস্থা প্রস্তাব:** যখন কোনো সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রকৃত সন্দেহ দেখা দেয়, তখন সংবিধান অনুযায়ী একটিই গণতান্ত্রিক পথ খোলা আছে: বিরোধীদের বিধানসভায় **অনাস্থা প্রস্তাব (no-confidence motion)** আনতে হবে, যেখানে জনসমক্ষে বিতর্ক ও ভোটাভুটি হবে।
  - একটি নতুন সরকারকে কাজ শুরুর আগেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের নির্দেশ দেওয়া গণতান্ত্রিক শাসনের শুরুতেই জনগণের ম্যান্ডেটকে দুর্বল করে দিতে পারে।

রাজ্যপালের সাংবিধানিক ভূমিকা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ রায়

- **এস.আর. বোম্মাই বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯৪):** এই ঐতিহাসিক রায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, কোনো সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাইয়ের একমাত্র বৈধ সাংবিধানিক স্থান হলো **বিধানসভার কক্ষ (Floor of the Legislative Assembly)**; এর ফলে

রাজ্যপালরা নিজেদের **ব্যক্তিগত মূল্যায়নের** ভিত্তিতে কোনো সরকারকে বরখাস্ত করতে পারেন না এবং **৩৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদের** অধীনে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার বিষয়টি কঠোরভাবে **বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার** (Judicial Review) আওতাধীন থাকে।

- **রামেশ্বর প্রসাদ বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০০৬):** আদালত এই নীতিটি পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, রাজ্যপালকে কেন্দ্র সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে নয় বরং **সংবিধানের প্রতিনিধি** হিসেবে কাজ করতে হবে; আদালত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, **দলীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে** রাজ্যপালের কোনো পদক্ষেপ বা রাজ্য বিধানসভা অসাংবিধানিকভাবে ভেঙে দেওয়ার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
- **কর্ণাটক সরকার গঠন সংক্রান্ত বিতর্ক (২০১৮):** ফ্লোর টেস্ট বা আস্থাভোটের সময়সীমা কমিয়ে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে **পরিকল্পিত দলত্যাগ** (Engineered Defections) প্রতিরোধের পথ প্রশস্ত করেছিল; এটি এমন একটি নজির তৈরি করেছে যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে **অত্যধিক বিলম্ব এবং অত্যধিক ত্বরান্বিত** হওয়া—উভয় থেকেই রক্ষা করে এবং নিশ্চিত করে যে সরকার গঠনের জন্য রাজ্যপালের আমন্ত্রণ যেন শাস্তিমূলক না হয়ে **সহায়তামূলক** (Facilitative) হয়।

বৈশ্বিক সেরা চর্চা: উন্নত সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার গঠন প্রক্রিয়া

- **যুক্তরাজ্য:** 'ক্যাবিনেট ম্যানুয়াল' দ্বারা পরিচালিত হয়ে ব্রিটিশ রাজতন্ত্র এখানে নিছক একটি **সহায়তামূলক ভূমিকা** পালন করে। শপথ গ্রহণের আগে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোনো প্রমাণ ছাড়াই হাউজ অফ কমন্সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এমন নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়; এর ফলে সরকারের প্রতি আস্থা স্বাভাবিকভাবেই হাউজ অফ কমন্সে **'কিংস স্পিচ' (রাজার ভাষণ)** বিতর্কের মাধ্যমে যাচাই করা হয়।
- **জার্মানি:** জার্মানির **মৌলিক আইন** (Grundgesetz) অনুযায়ী, ফেডারেল প্রেসিডেন্টের ভূমিকা অত্যন্ত সামান্য কারণ আইনসভা **'কনস্ট্রাকটিভ ভোট অফ নো-কনফিডেন্স' (গঠনমূলক অনাস্থা প্রস্তাব)**-এর মাধ্যমে সরকারের টিকে থাকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখে; এটি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে বর্তমান চ্যান্সেলরকে অপসারণ করার আগে আইনসভাকে অবশ্যই বাধ্যতামূলকভাবে তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচন করতে হয়।
- **কানাডা:** প্রতিষ্ঠিত **সংসদীয় রীতিনীতি** অনুসরণ করে গভর্নর-জেনারেল একক বৃহত্তম দল বা জোটের নেতাকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। আস্থার পরীক্ষাটি পরবর্তীতে পার্লামেন্টে **'স্পিচ ফ্রম দ্য থ্রোন' (সিংহাসন থেকে ভাষণ)** বিতর্কের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়; এখানে শপথ গ্রহণের আগে কোনো শাস্তিমূলক শর্ত আরোপ করা বা তাৎক্ষণিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের কোনো নজির নেই।

ভবিষ্যতের পথ: গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেট রক্ষায় সাংবিধানিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা

- **সরকার গঠনে সুনির্দিষ্ট বিচারবিভাগীয় নির্দেশিকা প্রতিষ্ঠা:** সুপ্রিম কোর্টকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ, ঝুলন্ত বিধানসভার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ক্রম এবং **আস্থাভোট** (Floor Test) পরিচালনার যুক্তিসঙ্গত সময়সীমা সম্পর্কে ব্যাপক ও বাধ্যতামূলক নীতি নির্ধারণ করা উচিত, যাতে সাংবিধানিক **বিবেচনামূলক ক্ষমতার** (Constitutional Discretion) স্বেচ্ছাচারী ব্যাখ্যা রোধ করা যায়।
- **আস্থাভোটের শ্রেষ্ঠত্ব কঠোরভাবে বজায় রাখা:** সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারণের প্রক্রিয়া অবশ্যই শুধুমাত্র **বিধানসভার কক্ষে** (Floor of the Legislative Assembly) সম্পন্ন হতে হবে, কারণ আইনসভার আস্থা যাচাইয়ের জন্য আস্থাভোটই হলো সবচেয়ে স্বচ্ছ, গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিকভাবে বৈধ পদ্ধতি।
- **সাংবিধানিক কমিশনগুলোর সুপারিশসমূহ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ:** সরকার গঠন এবং রাজ্যপালের আচরণ সম্পর্কে **সরকারিয়া কমিশন, ভেঙ্কটচালাইয়া কমিশন** এবং **পুঞ্চি কমিশনের** সুপারিশগুলো সুনির্দিষ্ট কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবিধানিক অনুশীলনে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- **রাজ্যপালের পদের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা:** রাজ্যপালদের তাঁদের সাংবিধানিক দায়িত্ব সম্পূর্ণ **নিরপেক্ষতা** এবং সাংবিধানিক সংযমের সাথে পালন করা উচিত, যাতে সংসদীয় গণতন্ত্রে এই পদের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় থাকে।

- **বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগে সাংবিধানিক নৈতিকতার অনুসরণ:** বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা বা ব্যক্তিগত মূল্যায়নের পরিবর্তে **সাংবিধানিক নৈতিকতা** (Constitutional Morality), গণতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং জনগণের ম্যান্ডেটের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।
- **সুস্থ গণতান্ত্রিক রীতিনীতি শক্তিশালী করা:** সরকার গঠন সংক্রান্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলো সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষকে সমুন্নত রাখতে হবে, কারণ ভারতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস এবং **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো** (Cooperative Federalism) বজায় রাখতে এই রীতিনীতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **রাজ্যপালের ভূমিকাকে সহায়তামূলক কার্যে সীমাবদ্ধ রাখা:** সরকার গঠনের সময় রাজ্যপালকে একজন নিরপেক্ষ **সাংবিধানিক সহায়তাকারী** (Constitutional Facilitator) হিসেবে কাজ করতে হবে এবং এমন কোনো পদক্ষেপ এড়িয়ে চলতে হবে যা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা **সাংবিধানিক সীমা লঙ্ঘনের** (Constitutional Overreach) ধারণা তৈরি করতে পারে।

উপসংহার

সাম্প্রতিক বিতর্কগুলো এই বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছে যে, রাজ্যপালের পদটি যেন **সাংবিধানিক নিরপেক্ষতা**, সংযম এবং গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেটের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে পরিচালিত হয়। পরিশেষে, সংসদীয় গণতন্ত্র, সাংবিধানিক নৈতিকতা এবং ভারতের **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো** রক্ষার জন্য সাংবিধানিক রীতিনীতি শক্তিশালী করা, রাজ্যপালের বিবেচনামূলক ক্ষমতার স্বচ্ছ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং **আস্থাভোটের শ্রেষ্ঠত্ব** বজায় রাখা অপরিহার্য।

Q. The Governor's role in government formation is constitutional and facilitative, not political and discretionary. Examine in the context of recent debates on gubernatorial discretion in India. (15 Marks)

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

2.1. অর্থনীতি

2.1. মূলধন ফ্লাইট ও টাকার সংকট: ভারতের বৈদেশিক খাত চাপের মুখে

প্রেক্ষাপট

- ২০২৬ সালে ভারতের **বৈদেশিক খাত** (External Sector) উল্লেখযোগ্য চাপের মধ্যে রয়েছে। মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপির মান **৯৫-এর ঘর অতিক্রম করেছে**।
- মাত্র দুই মাসের মধ্যে ভারতের **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ** (Foreign Exchange Reserves) ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হ্রাস পেয়ে আনুমানিক ৬৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
- অপরিশোধিত তেল (Crude oil) এবং সোনা আমদানির খরচ আকাশছোঁয়া হওয়ার কারণে **কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট** (CAD) **বা চলতি হিসাবের ঘাটতি** (একটি দেশ মোট যে পরিমাণ পণ্য ও পরিষেবা আমদানি বনাম রপ্তানি করে, তার মূল্যের পার্থক্য) ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে।
- সরকার নাগরিকদের সোনার মতো অ-অপরিহার্য কেনাকাটা কমাতে, বিদেশ ভ্রমণ সংকুচিত করতে এবং জ্বালানি সাশ্রয় করার আহ্বান জানিয়েছে। যদিও এটি পরিস্থিতির গুরুত্বের একটি স্পষ্ট সংকেত, তবে যেকোনো নীতিগত আলোচনার জন্য এর **মূল কারণ** (Root causes), **ঝুঁকি** (Risks) এবং **প্রকৃত সমাধান** (Real solutions) বোঝা অত্যন্ত জরুরি।

বর্তমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বৈদেশিক চাপের কারণগুলি বোঝা

১. অপরিশোধিত তেল আমদানি বৈদেশিক মুদ্রা নিঃশেষ করছে

- ভারত তার প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেলের (Crude oil) প্রায় **৮৯ শতাংশ আমদানি** করে। পশ্চিম এশিয়া সংকটের কারণে বিশ্বব্যাপী তেল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে, বিশেষ করে **হরমোজ প্রণালী** (Strait of Hormuz - একটি সংকীর্ণ সমুদ্রপথ যার মধ্য দিয়ে বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল পরিবাহিত হয়)-র মাধ্যমে সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রতি ব্যারেল **১০০ মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে**।
- অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ১ ডলার বৃদ্ধির ফলে ভারতের বার্ষিক আমদানি বিল প্রায় **১.৫ থেকে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার** বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি (OMCs) বর্তমানে প্রতি মাসে প্রায় **৩০,০০০ কোটি টাকার ক্ষতি** বহন করছে, কারণ খুচরা জ্বালানির দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে; যা সরকারি অর্থব্যবস্থার ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করছে।
- ইউরিয়া এবং অ্যামোনিয়ার মতো আমদানিকৃত কৃষি উপকরণের খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে প্রতি টন **৯৩৫ মার্কিন ডলারে** পৌঁছেছে। এটি একটি কঠিন নীতিগত দ্বিধা তৈরি করেছে: এই বাড়তি খরচ কৃষকদের ওপর চাপালে **খাদ্য মূল্যস্ফীতি** (Food inflation)-র ঝুঁকি থাকে, আর সরকার নিজে এই খরচ বহন করলে **রাজস্ব ঘাটতি** (Fiscal deficit)-র লক্ষ্যমাত্রা লঙ্ঘিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে—যার কোনো সহজ মধ্যপন্থা নেই।

২. রেকর্ড সোনা আমদানি সরাসরি বাণিজ্য ঘাটতিকে প্রসারিত করছে

- চীনের পর ভারত বিশ্বের **দ্বিতীয় বৃহত্তম সোনার ভোক্তা**। ভারতীয় পরিবারগুলিতে হাজার হাজার টন অব্যবহৃত সোনা গচ্ছিত থাকা সত্ত্বেও, নতুন আমদানির চাহিদা অত্যন্ত শক্তিশালী রয়েছে।
- ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সোনা আমদানির বিল রেকর্ড **৭১.৯৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে** পৌঁছেছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের ৩৫ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ভারতের মোট আমদানি বিলের প্রায় **৯ শতাংশ** এখন সোনার দখলে।

- হিসাব অনুযায়ী, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI) তার বৈদেশিক রিজার্ভ কৌশলের অংশ হিসেবে যে সোনা কেনে, তার তুলনায় পারিবারিক সোনা আমদানি দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায় না বা কোনো রপ্তানি আয় তৈরি করে না। এটি কেবল রূপান্তর প্রক্রিয়ায় রুপিকে ডলারে পরিণত করে, **কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট (CAD) বা চলতি হিসাবের ঘাটতি** বৃদ্ধি করে এবং রুপির ওপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করে।

৩. উচ্চ বিদেশ ভ্রমণ ও অন্যান্য ব্যয় ঐচ্ছিক বৈদেশিক মুদ্রা নিঃশেষ করছে

- **লিবারালাইজড রেমিট্যান্স স্কিম (LRS)**-এর অধীনে ভারতীয় বাসিন্দারা শিক্ষা, ভ্রমণ এবং বিনিয়োগের মতো উদ্দেশ্যে প্রতি অর্থবর্ষে **২৫০,০০০ মার্কিন ডলার** পর্যন্ত বিদেশে পাঠাতে পারেন। তবে, ২০২৬ অর্থবর্ষের প্রথম ১১ মাসে LRS-এর মাধ্যমে দেশের বাইরে চলে যাওয়া মোট অর্থের **৫০ শতাংশেরও বেশি** খরচ হয়েছে বিদেশ ভ্রমণ এবং বিদেশী ইভেন্টগুলির পেছনে।
- ঐচ্ছিক খরচের উদ্দেশ্যে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বাইরে চলে যাওয়া **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (Foreign exchange reserves)**-এর ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে, এমন এক সময়ে যখন সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার (Macroeconomic stability) জন্য প্রতিটি ডলার বাঁচানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধান উদ্বেগ: টেপার ট্যান্ট্রাম বোঝা এবং মূলধন পাচার কেন দ্বিগুণ উদ্বেগজনক

ভারতের বৈদেশিক খাতের জন্য একটি প্রধান উদ্বেগ কেবল বর্তমানে যা ঘটছে তা-ই নয়, বরং ভবিষ্যতে বিদেশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি সুদের হার বৃদ্ধি করলে কী ঘটতে পারে তা নিয়েও।

A. আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে মূলধন প্রবাহ (Capital Flows) যেভাবে কাজ করে:

- ভারতের মতো **উদীয়মান বাজার অর্থনীতিগুলি (Emerging market economies)** সাধারণত উন্নত অর্থনীতির তুলনায় বিনিয়োগে উচ্চ রিটার্ন বা মুনাফা অফার করে, তবে এর সাথে মুদ্রার অবমূল্যায়ন এবং মূল্যস্ফীতির মতো উচ্চ ঝুঁকিও জড়িত থাকে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ক্রমাগত ভারতীয় সম্পদের রিটার্নের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত দেশের সম্পদের রিটার্নের তুলনা করেন।
- যদি বিদেশি সুদের হার বৃদ্ধি পায়, তবে ভারতীয় সম্পদ ধারণ করার আপেক্ষিক আকর্ষণ কমে যায়। তখন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় সম্পদ বিক্রি করে তাদের অর্থ নিজেদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যায় (Repatriate), যার জন্য রুপিকে ডলারে রূপান্তর করতে হয়। ডলারের এই অতিরিক্ত চাহিদা রুপিকে আরও দুর্বল করে তোলে।

B. ২০১৩ সালের টেপার ট্যান্ট্রাম (Taper Tantrum of 2013):

- এই ঝুঁকির একটি ক্লাসিক উদাহরণ দেখা গিয়েছিল ২০১৩ সালে। ২০০৮ সালের মহামন্দার (Great Recession) পর, ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার প্রায় শূন্যের কাছাকাছি নামিয়ে এনেছিল (যাকে Zero lower bound বলা হয়) এবং অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ বাড়াতে বিপুল পরিমাণে সরকারি বন্ড ক্রয় করছিল (যা Quantitative Easing - QE বা পরিমাণগত সহজীকরণ নামে পরিচিত)।
- যখন ফেডারেল রিজার্ভ প্রকৃতপক্ষে সুদের হার না বাড়িয়ে কেবল এই কর্মসূচিটি বন্ধ করার একটি সম্ভাব্য ইঙ্গিত দেয়, তখন ভবিষ্যতে সুদের হার বৃদ্ধির সামান্য প্রত্যাশাই ভারতের মতো উদীয়মান বাজার অর্থনীতিগুলি থেকে হঠাৎ এবং বিপুল পরিমাণে মূলধন প্রত্যাহারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিই **'টেপার ট্যান্ট্রাম' (Taper Tantrum)** নামে পরিচিত।

C. ২০১৩ সালের তুলনায় ২০২৬ সালে ভারতের পরিস্থিতি কেন বেশি আশঙ্কাজনক:

- ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ এবং ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে সুদের হার ৩.৭৫ শতাংশে ধরে রেখেছে এবং তা বৃদ্ধির কোনো আনুষ্ঠানিক ইঙ্গিত দেয়নি। তা সত্ত্বেও, ভারত থেকে ইতিমধ্যেই মূলধন চলে যাচ্ছে (Capital

flight) এবং রুপির মান কমছে; যার অর্থ বিনিয়োগকারীরা কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছাড়াই ভবিষ্যৎ সুদের হার বৃদ্ধির পূর্বাভাস পেয়ে আগেই পদক্ষেপ নিয়েছে। উন্নত অর্থনীতিগুলি যদি শেষ পর্যন্ত তেল-জনিত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুদের হার বাড়ায়, তবে ভারতের বৈদেশিক দুর্বলতা তীব্রতর হবে এবং এর মোকাবিলা করার জন্য ভারতের আর্থিক ও মুদ্রানীতিগত সুযোগ (Fiscal and monetary room) থাকবে খুবই সীমিত।

- সেই মুহূর্তে রুপিকে রক্ষা করার জন্য একমাত্র উপলব্ধ উপায় হবে দেশীয় সুদের হার বৃদ্ধি করা (যা দেশীয় বিনিয়োগকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে) অথবা **মূলধন নিয়ন্ত্রণ (Capital controls)** আরোপ করা (যা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করতে পারে এবং একটি উন্মুক্ত অর্থনীতি হিসেবে ভারতের সুনাম ক্ষুণ্ণ করতে পারে)।

ভারত কেন অর্থনৈতিক মিতব্যয়িতার আহ্বান জানাচ্ছে: সরকারের প্রতিক্রিয়া

সরকার নাগরিকদের সোনা কেনা, বিদেশ ভ্রমণ এবং জ্বালানির ব্যবহার কমানোর যে আহ্বান জানিয়েছে, তা হলো একটি **চাহিদা-ভিত্তিক হস্তক্ষেপ (Demand-side intervention)**। এর অর্থ হলো, কোনো আনুষ্ঠানিক নীতিগত নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করে বরং মানুষের ব্যয়ের অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বহির্গমন হ্রাস করার চেষ্টা করা। এই আহ্বানের প্রতিটি উপাদানের একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে:

- **সোনা কেনা কমানো:** এটি আমদানি অর্থায়নের জন্য ব্যবহৃত ডলারের চাহিদাকে সরাসরি হ্রাস করে, যা **চলতি হিসাবের ঘাটতি (Current Account Deficit - CAD)** এবং রুপির ওপর তৈরি হওয়া চাপকে লাঘব করে। সম্পূরক পদক্ষেপ হিসেবে সরকার সোনার ওপর উচ্চ **আমদানি শুল্ক (Import duties)** আরোপ করেছে।
- **ওয়ার্ক ফ্রম হোম, কারপুলিং এবং ভার্চুয়াল মিটিংয়ের প্রচার:** এটি রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি না করেই পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার হ্রাস করে। এর ফলে যে **আর্থিক সাশ্রয় (Fiscal savings)** তৈরি হবে, তা কৃষি এবং আসন্ন খরিফ বপন মৌসুমের জন্য অপরিহার্য সার ও জ্বালানি আমদানি সুরক্ষিত করতে পুনর্নির্দেশিত করা যেতে পারে।
- **বিদেশ ভ্রমণের চেয়ে অভ্যন্তরীণ পর্যটনকে উৎসাহিত করা:** এটি অর্থকে ভারতীয় অর্থনীতির ভেতরেই ধরে রাখে, স্থানীয় ব্যবসাগুলিকে সহায়তা করে এবং সেই বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করে যা অন্যথায় **লিবারালাইজড রেমিট্যান্স স্কিম (Liberalised Remittance Scheme - LRS)**-এর অধীনে দেশ থেকে বাইরে চলে যেত।

অতিরিক্ত আমদানি নিষেধাজ্ঞার প্রভাব

- **ম্যানুফ্যাকচারিং এবং রপ্তানি ব্যাহত হওয়া:** ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন খাত **গ্লোবাল ভ্যালু চেইন (Global Value Chains - GVCs)**-এর সাথে গভীরভাবে জড়িত এবং এটি আমদানিকৃত মূলধনী পণ্য, সেমিকন্ডাক্টর ও বিশেষায়িত কাঁচামালের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।
  - বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানোর জন্য এই আমদানিগুলিকে সীমিত করলে তা শিল্প উৎপাদন, রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা এবং **জিডিপি (GDP) প্রবৃদ্ধিকে** সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ওষুধ (Pharmaceuticals), ইলেকট্রনিক্স এবং পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের মতো প্রধান রপ্তানি খাতগুলি আমদানিকৃত উপকরণের ওপর নির্ভর করে।
- **সংরক্ষণবাদের ফাঁদ (Protectionism Trap):** উচ্চ শুল্ক প্রাচীর বা আগ্রাসী **আমদানি প্রতিস্থাপন (Import substitution)** স্বল্পমেয়াদে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করতে পারলেও, দীর্ঘমেয়াদে তা অদক্ষতা তৈরি করে এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এটি আপাতবিরোধীভাবে ভারতের রপ্তানি আয়কে দুর্বল করে, যা কিনা টেকসই বৈদেশিক মুদ্রা আসার মূল উৎস।
- **বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আতঙ্কিত করা:** বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী (FIIs) এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রত্যক্ষ **বিদেশি বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment - FDI)** প্রবাহের জন্য একটি পূর্বাভাসযোগ্য এবং উন্মুক্ত ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট (মূলধনী হিসাব) ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। ভারত যদি অতিরিক্ত কঠোর বা নিষেধাজ্ঞা-প্রবণ হয়ে উঠছে বলে মনে হয়, তবে বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় সম্পদে উচ্চতর **কান্ট্রি রিস্ক প্রিমিয়াম (Country risk premium)** যুক্ত করবে; যা মূলধন বহির্গমন হ্রাস করার পরিবর্তে আরও বাড়িয়ে দেবে।

ভবিষ্যতের পথ: সংকট ব্যবস্থাপনা থেকে কাঠামোগত স্থিতিস্থাপকতা

- **গোল্ড মনিটাইজেশন স্কিম (GMS)-এর সংস্কার:** ভারতীয় পরিবারগুলিতে হাজার হাজার টন অব্যবহৃত সোনা গচ্ছিত রয়েছে। একটি সু-উদ্বুদ্ধ এবং স্বচ্ছ GMS এই সোনাকে আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসতে পারে, যা শুল্কের মতো কঠোর হাতিয়ার দিয়ে চাহিদা দমন না করেই নতুন সোনা আমদানির প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেবে।
- **টেকসই ফরেক্স কৌশল হিসেবে রপ্তানি বৃদ্ধি:** ক্রমবর্ধমান চলতি হিসাবের ঘাটতি মোকাবিলার সবচেয়ে টেকসই সমাধান হলো আরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা। উৎপাদন সংযুক্ত প্রণোদনা (Production Linked Incentive - PLI) প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণ, ব্যবসা করার পরিবেশ সহজ করা এবং অস্থির FII প্রবাহের চেয়ে স্থিতিশীল FDI আকর্ষণ করা দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করবে।
- **জ্বালানি রূপান্তর ত্বরান্বিত করা:** আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর ভারতের নির্ভরতা কমাতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে হরমোজ প্রণালীর অস্থিরতা থেকে মুক্ত করতে ইলেকট্রিক ভেহিকল (EVs), **জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন** (National Green Hydrogen Mission) এবং থোরিয়াম-ভিত্তিক পারমাণবিক শক্তির সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরি **কাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা** (Structural necessities)।
- **আরবিআই (RBI)-এর সুপরিকল্পিত মুদ্রানীতি:** রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে অবশ্যই কৌশলগতভাবে রিজার্ভ ব্যবহার করে বিনিময় হারের অস্থিরতা বিচক্ষণতার সাথে পরিচালনা করতে হবে। বিদেশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি যদি শেষ পর্যন্ত সুদের হার বাড়ায়, তবে ভারতকে দেশীয় সুদের হারে পরিমিত সমন্বয়ের কথা বিবেচনা করতে হতে পারে, যাতে **সুদের হারের ব্যবধান** (Interest rate differential) বজায় থাকে—যা ভারতকে বিদেশি মূলধনের কাছে আকর্ষণীয় করে রাখে।

উপসংহার

- আকাশছোঁয়া আমদানি বিল, মূলধন পাচার এবং রুপির অবমূল্যায়নের কারণে ২০২৬ সালে ভারতের বৈদেশিক খাতের যে চাপ তৈরি হয়েছে, তা কোনো সাময়িক বিঘ্ন নয়।
- স্থায়ী স্থিতিশীলতার জন্য ভারতকে সংকটের সময়ে চাহিদা সংকোচনের নীতির ঊর্ধ্বে উঠে জ্বালানি, রপ্তানি এবং আর্থিক খাতগুলিতে **কাঠামোগত সংস্কারের** (Structural reforms) দিকে এগিয়ে যেতে হবে; যাতে অর্থনীতি বহিরাগত ধাক্কার সামনে চিরকাল দুর্বল না থেকে প্রকৃতপক্ষে **স্থিতিস্থাপক** (Resilient) হয়ে উঠতে পারে।

Q. India's present external sector stress reflects deeper structural vulnerabilities rather than a temporary global shock. Examine. 15 Marks

2.1.2. প্রবৃদ্ধি থেকে উৎপাদনশীলতা: ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'-এর পথে ভারতের যাত্রা

ভূমিকা

- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারত **৬.৫% প্রকৃত জিডিপি** (Real GDP) **প্রবৃদ্ধি** অর্জন করেছে, যা শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, নিয়ন্ত্রিত মূল্যস্ফীতি এবং ধারাবাহিক রাজস্ব একত্রীকরণের (Fiscal consolidation) ওপর ভিত্তি করে ভারতকে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিগুলোর অন্যতম করে তুলেছে।
- **২০২৫-২৬ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা** (Economic Survey) হাইলাইট করেছে যে, ভারতের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি ক্রমবর্ধমানভাবে উৎপাদনশীলতা-চালিত রূপান্তরের ওপর নির্ভর করবে। এই রূপান্তর প্রবৃদ্ধির তিনটি প্রধান ইঞ্জিন— **শ্রম** (Labour), **মূলধন**

(Capital) এবং **মোট ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি** (Total Factor Productivity - TFP) দ্বারা চালিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, কেবল পরিষেবা খাতের (Services sector) ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ভারতের বিশাল কর্মক্ষম জনসংখ্যার জন্য বড় আকারে কর্মসংস্থান তৈরি করতে বা ব্যাপক ভিত্তিক কাঠামোগত রূপান্তর বজায় রাখতে সক্ষম নয়।

- সুতরাং, ২০৪৭ সালের মধ্যে **'বিকশিত ভারত'** (Viksit Bharat)-এর স্বপ্ন সফল করতে হলে কেবল উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পর্যায় থেকে বেরিয়ে এসে **দক্ষ এবং উৎপাদনশীল প্রবৃদ্ধি** নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সিদ্ধান্তমূলক উত্তরণ প্রয়োজন, যেখানে **উৎপাদন খাত** (Manufacturing) হবে মূল স্তম্ভ।

উৎপাদন শিল্প: ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় ভূমিকা এবং এর অনুপস্থিত যোগসূত্র

A. জাতীয় উন্নয়নে উৎপাদন শিল্পের ভূমিকা

- **শিল্পসমূহের মধ্যে যোগসূত্র** (Bridge Between Sectors)**:** প্রতিটি সফল উন্নয়নের ইতিহাসে—বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান এবং চীনের মতো পূর্ব এশীয় অর্থনীতিগুলোতে—**উৎপাদন শিল্প** নিম্ন-উৎপাদনশীল কৃষি এবং উচ্চ-উৎপাদনশীল আধুনিক শিল্পের মধ্যে একটি **গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র** (Critical bridge) হিসেবে কাজ করেছে, যা একটি মসৃণ ও ব্যাপক ভিত্তিক **কাঠামোগত রূপান্তর** (Structural transformation) নিশ্চিত করেছে।
- **বড় আকারে কর্মসংস্থান** (Employment at Scale)**:** উৎপাদন শিল্প বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে শুষে নিতে সক্ষম, এমনকি যাদের উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তাদেরও স্থিতিশীল এবং **আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান** (Formal employment) প্রদানে এটি অনন্য—যা কেবল পরিষেবা শিল্প (Services sector) ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী বড় আকারে অর্জন করতে পারে না।
- **অর্থনৈতিক সমীক্ষার অবস্থান: ২০২৫-২৬ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা** স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, ভারতের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে এবং বড় আকারে কর্মসংস্থান তৈরিতে উৎপাদন শিল্প কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। উৎপাদন শিল্পকে আরও বড় এবং আরও উৎপাদনশীল করার প্রয়োজনীয়তাকে এটি পুনরায় নিশ্চিত করেছে।

B. ভারতের উৎপাদন শিল্পের ব্যবধান: কেন এই শিল্প পিছিয়ে রয়েছে?

- **উৎপাদন-চালিত নয়, বরং পরিষেবা-চালিত:** ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রধানত **পরিষেবা-চালিত** (Services-driven)। পরিষেবা শিল্প ভালো ফল করলেও, বিশাল কর্মীবাহিনীকে শুষে নিতে বা পুরো অর্থনীতিতে ব্যাপক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে উৎপাদন শিল্প যথেষ্ট প্রসারিত হয়নি।
- **কৃষিতে আটকে পড়া শ্রমশক্তি:** দুর্বল উৎপাদন প্রবৃদ্ধির ফলে ভারতের শ্রমশক্তির একটি বিশাল অংশ এখনও নিম্ন-উৎপাদনশীল **কৃষিতে** (Agriculture) আটকে আছে। তারা আরও উৎপাদনশীল এবং উন্নত বেতনের শিল্পে স্থানান্তরিত হতে পারছে না—যা উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।
- **প্রতিষ্ঠান কাঠামোয় মধ্যম সারির অভাব** (Missing Middle)**:** ভারতের উৎপাদন শিল্পে হয় অসংখ্য ক্ষুদ্র ও নিম্ন-উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান রয়েছে, নয়তো বড় প্রতিষ্ঠান; কিন্তু বড় হওয়ার সক্ষমতা সম্পন্ন **মধ্যম সারির প্রতিষ্ঠানের** (Mid-sized firms) সংখ্যা অত্যন্ত কম। বিপরীতে, পূর্ব এশীয় দেশগুলো শক্তিশালী মধ্যম ও বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল যা রপ্তানি ও শিল্প প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছিল। ভারতের এই **'নিখোঁজ মধ্যম'** (Missing middle) একটি প্রধান কাঠামোগত দুর্বলতা।
- **পরিকাঠামো সত্ত্বেও দক্ষতার অভাব:** সাম্প্রতিক সময়ে পরিকাঠামোতে (Infrastructure) বড় ধরনের বিনিয়োগ সত্ত্বেও উৎপাদন শিল্পে দক্ষতার অভাব রয়ে গেছে। এর অর্থ হলো বিনিয়োগ করা মূলধনের রিটার্ন সম্ভাবনার চেয়ে কম। এই সমস্যাটি কেবল হার্ডওয়্যারের নয়, বরং প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে সংগঠিত এবং পরিচালিত হয় তার সাথে জড়িত।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

A. দুর্বল ব্যবসায়িক গতিশীলতা এবং সৃজনশীল ধ্বংসের সমস্যা

- **সৃজনশীল ধ্বংস (Creative Destruction):** অর্থনীতিবিদরা 'সৃজনশীল ধ্বংস'কে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করেন যেখানে নতুন ও আরও দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলো পুরনো ও কম উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের জায়গা দখল করে নেয়—ফলে মূলধন ও শ্রম আরও ভালো কাজের জন্য উন্মুক্ত হয়। আধুনিক অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির এটিই প্রধান ইঞ্জিন।
- **ধীরগতির পরিবর্তন:** ভারতে এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ধীর। অদক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘকাল টিকে থাকে, অন্যদিকে উৎপাদনশীল নতুন প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রয়োজনীয় **ঋণ (Credit)**, ভূমি এবং শ্রম পেতে লড়াই করে—যা সামগ্রিকভাবে উৎপাদনশীলতাকে কমিয়ে দেয়।

B. জম্বি ফার্ম (Zombie Firms): অর্থনীতির ওপর একটি স্থায়ী বোঝা

- **জম্বি ফার্ম:** জম্বি ফার্ম হলো এমন কোম্পানি যারা অর্থনৈতিকভাবে আর লাভজনক নয়—তারা এমনকি তাদের ঋণের সুদ দেওয়ার মতো আয়ও করতে পারে না—তবুও তারা টিকে থাকে। এগুলো প্রকৃত ব্যবসায়িক সাফল্যের পরিবর্তে ব্যাংকের ঋণ বা **নিয়ন্ত্রণমূলক ছাড়ের (Regulatory forbearance)** মাধ্যমে বেঁচে থাকে।
- **সমস্যার ব্যাপকতা:** ২০২৫ সালের একটি গবেষণা পত্র (Zombie Firms in Emerging Markets) অনুসারে, যদিও মোট প্রতিষ্ঠানের তুলনায় জম্বি ফার্মের সংখ্যা কম, কিন্তু তারা মোট ঋণ ও সম্পদের একটি বিশাল অংশ দখল করে রাখে—যার অর্থ অর্থনীতির সম্পদের একটি বড় অংশ **অনুৎপাদনশীল খাতে (Unproductive use)** আটকে আছে।
- **উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের সুযোগ নষ্ট করা (Crowding Out):** ঋণ, শ্রম এবং মূলধন দখল করে রাখার মাধ্যমে জম্বি ফার্মগুলো সেই উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর পথ রোধ করে যারা প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারত। এটি সরাসরি ভারতের উৎপাদনশীলতা এবং কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যকে ব্যাহত করে।
- **ধীর এবং স্থায়ী অবনতি:** গবেষণায় দেখা গেছে, জম্বি হওয়া কোনো আকস্মিক সংকট নয়, বরং একটি ধীর ও স্থায়ী অবনতি। কোনো প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে জম্বি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার অনেক আগেই এর আর্থিক পতন শুরু হয়।
- **ব্যাংক ঋণের নেতিবাচক প্রভাব:** গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব প্রতিষ্ঠান মূলত ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন পায়, তাদের জম্বি হওয়ার প্রবণতা বেশি। এটি ভারতের ব্যাংক-নির্ভর আর্থিক ব্যবস্থার একটি কাঠামোগত দুর্বলতা নির্দেশ করে।

C. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা যা অদক্ষ প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখে

- **লোকসান স্বীকারে অনিচ্ছা:** ভারতের আর্থিক ও নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামোগুলো ঐতিহাসিকভাবে সংকটাপন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করার পরিবর্তে সেগুলোকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করেছে। এর কারণ হলো ব্যাংকগুলোর **খেলাপি ঋণ (Bad loans)** স্বীকার করতে অনিচ্ছা এবং দেউলিয়া প্রক্রিয়া নিষ্পত্তিতে বিলম্ব।
- **দেউলিয়া প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা (Insolvency Bottlenecks): দেউলিয়া ও ঋণশোধ অক্ষমতা আইন, ২০১৬ (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)** একটি যুগান্তকারী সংস্কার হলেও, এটি এখনও ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালে (NCLT) সক্ষমতার অভাব এবং দীর্ঘসূত্রতার সম্মুখীন হচ্ছে।
- **অনমনীয় ফ্যাক্টর মার্কেট:** ভূমি, শ্রম এবং মূলধন বাজারের অদক্ষতা উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে।

উৎপাদন শিল্প ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সরকারের উদ্যোগসমূহ

- **উৎপাদন সংযুক্ত প্রণোদনা স্কিম (Production Linked Incentive - PLI Scheme):** ইলেকট্রনিক্স, ওষুধ এবং অটোমোবাইলসহ ১৪টি প্রধান শিল্পে বড় আকারের উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে এবং ভারতকে **গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে (Global value chains)** যুক্ত করতে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

- **পিএম গতিশক্তি (PM GatiShakti) — ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যান:** এটি একটি মাল্টি-মোডাল পরিকাঠামো সংযোগ পরিকল্পনা যা লজিস্টিক খরচ কমাতে এবং পণ্যের চলাচল সহজ করে উৎপাদন শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে।
- **জাতীয় লজিস্টিক নীতি (National Logistics Policy), ২০২২:** ২০৩০ সালের মধ্যে লজিস্টিক খরচ জিডিপির ১৪-১৬% থেকে কমিয়ে ৮%-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
- **দেউলিয়া ও ঋণশোধ অক্ষমতা আইন (IBC), ২০১৬:** এটি অলাভজনক ব্যবসার বিদায় এবং তাদের সম্পদ উৎপাদনশীল কাজে পুনরায় ব্যবহারের সুযোগ দেয়।
- **শ্রম কোড সংস্কার (Labour Code Reforms):** ২৯টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনকে ৪টি **শ্রম কোড (Labour Codes)**-এ একীভূত করা হয়েছে যাতে নিয়মকানুন সহজ হয় এবং উৎপাদন শিল্পে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।
- **মেক ইন ইন্ডিয়া এবং এমএসএমই (MSME) সংস্কার:** ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোকে বড় হতে সহায়তা করার জন্য **সহজ ব্যবসা (Ease of doing business)**, জামানতবিহীন ঋণ এবং আনুষ্ঠানিকীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

উৎপাদনশীলতা-চালিত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য অর্জনের পথ

- **গ্লোবাল ভ্যালু চেইন (GVC) একীভূতকরণ গভীর করা:** বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের একটি বড় অংশ দখল করতে ভারতকে ইলেকট্রনিক্স, রাসায়নিক এবং প্রতিরক্ষা শিল্পের মতো উচ্চ-প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে শুল্ক ও অ-শুল্ক বাধা কমাতে হবে। এছাড়া বাণিজ্য সহজীকরণ উন্নত করার মাধ্যমে নিজেকে একটি নির্ভরযোগ্য **উৎপাদন অংশীদার (Manufacturing partner)** হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
- **উৎপাদন শিল্পে গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) বৃদ্ধি:** শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গবেষণা, প্রযুক্তি গ্রহণ এবং উদ্ভাবনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। এটি উৎপাদন শিল্পে ধারাবাহিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।
- **দেউলিয়া কাঠামোর (Insolvency Framework) শক্তিশালীকরণ:** ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালের (NCLT) সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিষ্পত্তির সময়সীমা হ্রাস এবং পাওনাদারদের অধিকার উন্নত করতে হবে। এটি **জম্বি ফার্মের (Zombie firms)** দ্রুত বিদায় এবং উৎপাদনশীল কাজে সম্পদের দ্রুত পুনঃবণ্টন নিশ্চিত করবে।
- **অর্থায়নকে ইকুইটির (Equity) দিকে স্থানান্তরিত করা:** গভীর মূলধন বাজার, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইকোসিস্টেম এবং অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। এটি ব্যাংক ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা কমাবে, জম্বি ফার্ম তৈরির ঝুঁকি হ্রাস করবে এবং ব্যবসায়িক খাতের সামগ্রিক **স্থিতিস্থাপকতা (Resilience)** উন্নত করবে।
- **ঋণ বণ্টনের সংস্কার:** ব্যাংকগুলোতে কঠোর 'আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম' (EWS) এবং আগাম **খেলাপি ঋণ (NPA)** শনাক্তকরণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে ঋণের প্রবাহ কমিয়ে উৎপাদনশীল এন্টারপ্রাইজগুলোর দিকে ঋণের দিক পরিবর্তন করবে।
- **নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহজীকরণ এবং শ্রম কোড বাস্তবায়ন:** নিয়মকানুন পালনের বোঝা হ্রাস করা এবং চারটি **শ্রম কোড (Labour Codes)** কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা ছাড়াই বড় হতে, পুনর্গঠন করতে এবং বাজারের অবস্থার সাথে সাড়া দিতে সাহায্য করবে।

উপসংহার

২০৪৭ সালের মধ্যে **'বিকশিত ভারত' (Viksit Bharat)**-এর স্বপ্ন পূরণ করতে হলে ভারতকে কেবল উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ওপর নির্ভর না করে টেকসই **উৎপাদনশীলতা-চালিত উন্নয়নের (Productivity-led development)** দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী উৎপাদন শিল্প, সম্পদের দক্ষ বণ্টন এবং গভীর **কাঠামোগত সংস্কার (Structural reforms)**; যা উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোকে বড় হতে সাহায্য করবে এবং অদক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহজে বিদায় নেওয়ার সুযোগ দেবে।

Q. Why has India's manufacturing sector not emerged as a strong engine of productivity growth and labour absorption despite rapid economic expansion? Discuss with suitable measures. (15 Marks)

2.2. পরিবেশ

2.2.1. মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত ব্যবস্থাপনা: সহাবস্থান এবং টেকসই সংরক্ষণ

ভূমিকা

- **মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত** (HWC) এখন আর কেবল একটি প্রান্তিক সংরক্ষণ উদ্বেগ নয়; এটি একটি নির্ণায়ক **সামাজিক-বাস্তুসংস্থানিক সংকট** (Socio-ecological crisis) হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা জৈববৈচিত্র্য সুরক্ষা, গ্রামীণ জীবিকা এবং **টেকসই উন্নয়নের** (Sustainable development) সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে।
- যেহেতু ভারত **২০৭০ সালের মধ্যে** HWC-এর জন্য একটি **বৈশ্বিক হটস্পট** (Global hotspot) হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে, তাই একটি বিজ্ঞানসম্মত, **সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক** (Community-centred) এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

মানুষ-পশু সংঘাত বোঝা: এটি কী এবং কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ

১. HWC-এর সংজ্ঞা

- **ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার** (IUCN) মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাতকে মানুষ এবং বন্যপ্রাণীর মধ্যে এমন একটি মিথস্ক্রিয়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে, যার ফলে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক জীবনে, বন্যপ্রাণীর সংখ্যায় অথবা সামগ্রিক পরিবেশে **নেতিবাচক প্রভাব** (Negative impacts) পড়ে।
- এটি কেবল শারীরিক আক্রমণের চেয়েও গভীর কিছু; এটি আসলে সম্প্রসারিত মানব বসতি এবং বন্যপ্রাণীর **বাসস্থানের** (Habitats) মধ্যে স্থান, খাদ্য এবং বেঁচে থাকার লড়াই নিয়ে একটি **গভীর প্রতিযোগিতা**।

২. **ভারতে সমস্যার ব্যাপকতা**

- ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে, ভারতে **হাতির আক্রমণে ২,৭০০-এরও বেশি** মানুষের মৃত্যু হয়েছে, অন্যদিকে একই সময়ে **বাঘের আক্রমণে ৩৪৯ জন** প্রাণ হারিয়েছেন, যা এই সংকটের বিশালতাকে তুলে ধরে।
- একই সাথে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া (Electrocution), ট্রেনের সাথে সংঘর্ষ এবং বিষক্রিয়ার ফলে শত শত হাতির মৃত্যু হয়েছে; যা প্রমাণ করে যে এই সংঘাতের বলি হচ্ছে উভয় পক্ষই।
- পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৭০ সালের মধ্যে ভারত মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাতের একটি **বৈশ্বিক হটস্পটে** পরিণত হবে, যা তাৎক্ষণিক এবং নিরবচ্ছিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণকে অপরিহার্য করে তুলেছে।

৩. **একটি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট**

- ব্রাজিল, কেনিয়া, তানজানিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলিতে হাতি, বড় বিড়াল প্রজাতির প্রাণী (যেমন বাঘ/সিংহ) এবং বড় স্তন্যপায়ী প্রাণীদের নিয়ে নিয়মিত HWC-এর খবর পাওয়া যায়। এই প্রাণীদের বিচরণ করার জন্য বিশাল **আঞ্চলিক পরিসর** (Territorial ranges) এবং **ঋতুভিত্তিক করিডোর** (Seasonal corridors) প্রয়োজন।

- যখন উন্নয়নের ফলে এই প্রাকৃতিক করিডোরগুলো ব্যাহত হয়, তখন সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে; কারণ বন্যপ্রাণীরা খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে কৃষি জমি এবং **শহরতলি এলাকায়** (Peri-urban areas) প্রবেশ করে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।
- এটি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, **ফসল নষ্ট করা** এবং **গবাদি পশু শিকার** (Livestock predation) মূলত পরিবেশগত সীমাবদ্ধতার সাথে প্রাণীদের মানিয়ে নেওয়ার একটি পদ্ধতি (Adaptive responses), এটি কোনো আগ্রাসনের লক্ষণ নয়। এটি প্রাণীদের অস্বাভাবিক আচরণের চেয়ে বরং গভীর **বাস্তুসংস্থানিক ভারসাম্যহীনতাকে** (Ecological imbalance) বেশি প্রতিফলিত করে।

মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত বৃদ্ধির কারণসমূহ

১. বাসস্থানের ক্ষতি এবং খণ্ডবিখণ্ডতা — প্রধান চালিকাশক্তি

- প্রাকৃতিক বনভূমিকে কৃষি জমি, রাস্তা এবং শহুরে বসতিতে রূপান্তর করার ফলে বন্যপ্রাণীদের **বাসস্থান সরাসরি ধ্বংস** হচ্ছে। এর ফলে প্রাণীরা খাদ্য, জল এবং আশ্রয়ের সন্ধানে মানুষের বসতি এলাকায় প্রবেশ করতে বাধ্য হচ্ছে।
- **রৈখিক পরিকাঠামো** (Linear infrastructure) যেমন মহাসড়ক, রেলপথ এবং খাল বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থলকে দ্বিখণ্ডিত করে। এটি ল্যান্ডস্কেপগুলোকে খণ্ডবিখণ্ড করে এবং প্রাচীন **পরিযায়ী পথ** (Migratory routes) বা করিডোরগুলো বন্ধ করে দেয়। এর ফলে যানবাহনের সাথে সংঘর্ষ এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণীদের মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়।
  - একটি মর্মান্তিক উদাহরণ: অসমে ট্রেনের সাথে সংঘর্ষে ৮টি হাতির মৃত্যু, যা সরাসরি হাতি চলাচলের করিডোরের ওপর দিয়ে **রেললাইন** যাওয়ার ফল।
  - কর্ণাটকের কোডাগু (Kodagu) জেলায় কফি এবং আদা চাষের বিস্তারের ফলে হাতির পরিযায়ী পথগুলো ব্যাহত হয়েছে, যা ব্যাপক **ফসলহানি** (Crop-raiding) এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২. মানুষের আধিপত্য থাকা পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া — অভ্যাসগত সমস্যা

- বানর, হাতি এবং চিতাবাঘের মতো বুদ্ধিমান ও অভিযোজনক্ষম প্রজাতিরা মানুষের উপস্থিতিতে অভ্যস্ত বা **অভ্যস্ত** (Habituated) হয়ে উঠতে পারে। তারা ধীরে ধীরে লোকালয় এবং খামারগুলোকে নির্ভরযোগ্য খাদ্যের উৎস হিসেবে চিনতে শেখে এবং মানুষের প্রতি তাদের সহজাত ভয় হারিয়ে ফেলে।
- মহারাষ্ট্রে **"সুগার বেবি"** (Sugar babies) নামে পরিচিত চিতাবাঘগুলো ঘন আখ ক্ষেতের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারা গবাদি পশু শিকার করে বেঁচে থাকে এবং স্থানান্তর করার পরেও বনে ফিরে যায় না, যার ফলে প্রথাগত প্রশমন ব্যবস্থাগুলো এখানে কার্যকর হয় না।

৩. জলবায়ু পরিবর্তন এবং জলের অভাব — একটি উদীয়মান উদ্দীপক

- দীর্ঘস্থায়ী খরা এবং অনিয়মিত মৌসুমি বায়ুসহ আবহাওয়ার পরিবর্তন বনের প্রাকৃতিক জলাশয়গুলো শুকিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে প্রাণীরা জলের সন্ধানে গ্রামের পুকুর এবং সেচ পাম্পের দিকে চলে আসছে।
- গাছের ফল ধরার সময় পরিবর্তিত হওয়ায় ভালুক এবং বানররা লোকালয়ে খাবার খুঁজতে বাধ্য হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরে, খাদ্যের সহজলভ্যতা কমে যাওয়ায় **হিমালয়ী বাদামী ভালুক** (Himalayan brown bears) ক্রমবর্ধমান হারে সমতলের দিকে নেমে আসছে।
- **জলবায়ু পরিবর্তনের** ফলে সম্পদের প্রাপ্যতা কমে যাবে এবং মানুষ ও বন্যপ্রাণী উভয়কেই একসাথে নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে বাধ্য করবে, যা ভবিষ্যতে এই সংঘাতকে আরও তীব্রতর করে তুলবে।

৪. **বাসস্থানের ক্ষমতার তুলনায় প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি**

- কার্যকর **সংরক্ষণ আইন** (Conservation laws) এবং সুরক্ষা কর্মসূচির ফলে বাঘ, হাতি এবং চিতাবাঘের সংখ্যা সফলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে নির্দিষ্ট সংরক্ষিত এলাকার সীমানার মধ্যে প্রাণীদের ঘনত্ব অনেক বেড়ে গেছে।
- যখন প্রাণীরা এই **পরিপূর্ণ রিজার্ভ** (Saturated reserves) থেকে বেরিয়ে আসে, তখন মানুষের সাথে তাদের মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা আরও ঘনঘন এবং তীব্রতর হয়। এটি একটি অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে **সংরক্ষণের সাফল্যই** (Conservation success) সংঘাতের জন্ম দেয়।

মানুষ-পশু সংঘাত কমাতে সরকারের গৃহীত প্রধান পদক্ষেপসমূহ

১. **সাংবিধানিক ও বিচার বিভাগীয় ভিত্তি**

- সংবিধানের **৫১এ(জি) অনুচ্ছেদ** [Article 51A(g)] বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও উন্নত করাকে প্রত্যেক নাগরিকের একটি **মৌলিক কর্তব্য** হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে—যা সমস্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার নৈতিক ও সাংবিধানিক ভিত্তি।
- সুপ্রিম কোর্ট, **অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার বোর্ড অফ ইন্ডিয়া বনাম এ. নাগরাজা (২০১৪)** এবং **গুজরাট রাজ্য বনাম মির্জাপুর মতি কুরেশি কাসাব জামাত (২০০৫)** মামলায় স্বীকৃতি দিয়েছে যে প্রাণীরা আইনি অধিকার এবং কল্যাণমূলক সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য এবং তাদের আনুষ্ঠানিক আইনি মর্যাদা প্রদান করেছে।

২. **আইনি কাঠামো — সংরক্ষণের মেরুদণ্ড**

- **বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, ১৯৭২** (WPA) হলো প্রধান আইনি দলিল যা জাতীয় উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা করে; এর ২০০৬ সালের সংশোধনীতে প্রাণীদের চলাচল সহজ করতে এবং HWC কমাতে **বন্যপ্রাণী করিডোরকে** আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
- **জৈব বৈচিত্র্য আইন, ২০০২** (Biological Diversity Act) বাস্তুসংস্থান, প্রজাতি এবং জিনগত বৈচিত্র্যের সামগ্রিক সংরক্ষণের লক্ষ্য রাখে, যা বিদ্যমান বন্যপ্রাণী আইনগুলোকে সহায়তা করে।
- লোকসভায় **বন্যপ্রাণী করিডোর বিল, ২০১৯** (বেসরকারি সদস্য বিল) পেশ করা হয়েছিল যা মূলত বন্যপ্রাণী করিডোরগুলোর আইনি স্বীকৃতি ও সুরক্ষার মাধ্যমে HWC মোকাবিলার উদ্দেশ্যে তৈরি।

৩. **নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন**

- **জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মপরিকল্পনা** (NWAP) **২০১৭-৩১** বিপন্ন প্রজাতি এবং তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয় এবং তথ্য-ভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে **সম্প্রদায়-ভিত্তিক সহাবস্থানকে** উৎসাহিত করে।
- NDMA **নির্দেশিকা** এখন আনুষ্ঠানিকভাবে HWC-কে একটি **দুর্যোগ ঝুঁকি** (Disaster risk) হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পে আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা ও আবাসস্থল ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেয়।

৪. **প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপ — উদ্ভাবনের প্রয়োগ**

- **গজরাজ সিস্টেম** (Gajraj System): ভারতীয় রেলওয়ে এটি মোতায়েন করেছে, যা ফাইবার-অপটিক সেন্সর এবং AI **নজরদারি** ব্যবহার করে রেললাইনে হাতির উপস্থিতি শনাক্ত করে এবং সংঘর্ষ প্রতিরোধ করে হাতির প্রাণ বাঁচায়।
- TrailGuard AI: এটি একটি কমপ্যাক্ট ক্যামেরা সিস্টেম যা AI ব্যবহার করে সংরক্ষিত এলাকায় মানুষ, শিকারি এবং যানবাহন শনাক্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করে এবং বন্যপ্রাণী অপরাধ কার্যকরভাবে হ্রাস করে।

৫. **প্রজাতি-নির্দিষ্ট সংরক্ষণ কর্মসূচি**

- **প্রজেক্ট টাইগার (১৯৭৩):** এটি আবাসের ক্ষতি মোকাবিলায় কোর (Core) এবং বাফার (Buffer) জোনসহ **ব্যাঘ্র সংরক্ষণাগার** তৈরি করে এবং সীমানায় মানুষ-বাঘ সংঘাত পরিচালনা করে।

- **সংরক্ষণাগারের বাইরের বাঘ (TOTR) প্রকল্প:** ভারতের প্রায় ৩০% বাঘ যারা সংরক্ষিত বনের বাইরে থাকে, তাদের সাথে মানুষের সংঘাত কমাতে AI, GPS **এবং ক্যামেরা** ব্যবহার করা হয়।
- **প্রজেক্ট এলিফ্যান্ট (১৯৯২):** এটি হাতির আবাসস্থল এবং করিডোর রক্ষা করে, যাতে পরিযায়ী পথগুলো সুরক্ষিত থাকে এবং ফসলহানি বা পরিবহন নেটওয়ার্কে দুর্ঘটনা হ্রাস পায়।

মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত কার্যকরভাবে প্রশমনে আগামী পথ

১. ল্যান্ডস্কেপ-স্তরের পরিকল্পনা

- ভারতকে বিচ্ছিন্ন সংরক্ষিত এলাকার পরিবর্তে সম্পূর্ণ **ল্যান্ডস্কেপ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা** গ্রহণ করতে হবে, যাতে বৈজ্ঞানিকভাবে ম্যাপ করা বন্যপ্রাণী করিডোরগুলোর মাধ্যমে প্রাণীরা অবাধে চলাচল করতে পারে।
- আবাসস্থলের খণ্ডবিখণ্ডতা রোধ করার জন্য পরিকল্পনার শুরু থেকেই জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জোনিং বিধিনিষেধে বন্যপ্রাণীর বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **আন্তঃরাজ্য এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয়** অপরিহার্য, কারণ প্রাণীদের চলাচল প্রায়শই প্রশাসনিক সীমানা অতিক্রম করে।

২. মাঠ পর্যায়ে প্রতিরোধ ও নিবৃত্তি

- মানুষের বসতির কাছে **সৌরবিদ্যুৎ চালিত বেড়া**, পরিখা এবং পাথরের দেয়াল—এর পাশাপাশি আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা এবং প্রাণীর গতিবিধি ট্র্যাক করার জন্য **মোবাইল অ্যাপের** ব্যবহার বিপজ্জনক মোকাবিলা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে।
- ভুটান এবং নেপালের শিকারি-রোধী গবাদি পশুর খাঁচা এবং সম্প্রদায়-পরিচালিত বাফার জোনগুলোর মতো স্থানীয়ভাবে পরীক্ষিত সমাধানগুলো সফল প্রমাণিত হয়েছে।

৩. অর্থনৈতিক ও জীবিকা নির্বাহের সহায়তা

- ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্যপ্রাণীর প্রতি সহনশীলতা গড়ে তুলতে ফসল বা গবাদি পশুর ক্ষতির **ক্ষতিপূরণ প্রকল্পগুলো** হতে হবে সময়োপযোগী, স্বচ্ছ এবং বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- মৌমাছি পালন বা **ইকোট্যুরিজমের** মতো বিকল্প জীবিকাকে উৎসাহিত করতে হবে যা বন্যপ্রাণীর উপস্থিতির সাথে ইতিবাচক অর্থনৈতিক যোগসূত্র তৈরি করে।
- বতসোয়ানা ও নামিবিয়ার মডেল অনুযায়ী, যখন স্থানীয় সম্প্রদায় পর্যটন রাজস্বের অংশ পায়, তখন তারা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বেশি আগ্রহী হয়।

৪. আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

- সংঘাতের ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বন, কৃষি, পুলিশ এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে স্থায়ী **জেলা ও রাজ্য স্তরের** HWC **টাস্ক ফোর্স** গঠন করা প্রয়োজন।
- সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য **'মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রভাব মূল্যায়ন'** (HWCIA) বাধ্যতামূলক করা এবং অবকাঠামো পরিকল্পনায় বন্যপ্রাণী পারাপারের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

৫. সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং শিক্ষা

- গ্রাম স্তরের কমিটির মাধ্যমে **অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা** এবং সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে বনের প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে বন্যপ্রাণীর প্রতি সামাজিক সহনশীলতা পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব।
- শিক্ষা ও সচেতনতাকে নিছক অতিরিক্ত নয়, বরং HWC নীতির **মূল স্তম্ভ** হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

উপসংহার

- মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত কোনো বিচ্ছিন্ন পরিবেশগত সমস্যা নয়, বরং এটি অস্থিতিশীল ভূমি ব্যবহার এবং অপরিকল্পিত উন্নয়নের সরাসরি ফলাফল।

- ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে **সহাবস্থানের** এমন একটি মডেল তৈরির মধ্যে যেখানে সংরক্ষণ, সম্প্রদায়ের কল্যাণ, বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন মানুষ ও বন্যপ্রাণী উভয়কেই রক্ষা করতে একসঙ্গে কাজ করবে।

Q. Evaluate the effectiveness of India's legal, institutional, and technological measures in mitigating Human-Wildlife Conflict. What further reforms are required to ensure long-term coexistence? (15 Marks)

2.2.2. ভারতের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংকট: কেন্দ্রীভূত শাসনের সীমাবদ্ধতা এবং উত্তরণের পথ

ভূমিকা

- ভারতের বর্জ্য সংকট একটি প্রধান **পরিবেশগত**, **জনস্বাস্থ্য** এবং **শাসনতান্ত্রিক** চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। উপচে পড়া ল্যান্ডফিল (আবর্জনার স্তূপ), দূষিত নদী, প্লাস্টিক-আবদ্ধ ড্রেন এবং ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণ শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলকেই প্রভাবিত করছে।
- যদিও **কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি, ২০২৬**-এর লক্ষ্য হলো বর্জ্য শাসনকে শক্তিশালী করা, কিন্তু এর অতিরিক্ত **কেন্দ্রীকরণ**, **যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো**, **স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন**, প্রশাসনিক সক্ষমতা এবং ব্যবহারিক বাস্তবায়ন নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারসাম্য বোঝা

ক. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (SWM) কী?

- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে পরিবার, শিল্প, প্রতিষ্ঠান, বাজার এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপন্ন বর্জ্যের **পৃথকীকরণ (Segregation)**, সংগ্রহ, পরিবহন, **পুনর্ব্যবহার (Recycling)**, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিরাপদ অপসারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে বোঝায়।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ অন্তর্ভুক্ত থাকে যেমন— **পচনশীল বর্জ্য**, প্লাস্টিক বর্জ্য, **ই-বর্জ্য (e-waste)**, স্যানিটারি বর্জ্য, বিপজ্জনক গার্হস্থ্য বর্জ্য এবং নির্মাণ বর্জ্য; যার প্রত্যেকটির জন্য আলাদা চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজন।
- কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে কেবল বর্জ্য সংগ্রহ নয়, বরং **জনগণের অংশগ্রহণ**, আচরণগত পরিবর্তন, কম্পোস্টিং পরিকাঠামো, **বৈজ্ঞানিক ল্যান্ডফিল** এবং পরিবেশগত পর্যবেক্ষণও অন্তর্ভুক্ত।

খ. ভারতে ক্রমবর্ধমান বর্জ্য সংকট

- ভারত প্রতিদিন প্রায় **১.৬ লক্ষ টন** পৌর কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন করে এবং নগরায়ন, উপভোক্তাবাদ ও জীবনযাত্রার পরিবর্তনের কারণে এই পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- যদিও প্রায় ৭০-৭৫% বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়, তবে এর মধ্যে সামান্য অংশই **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ** করা হয়। বাকি বিশাল পরিমাণ বর্জ্য ল্যান্ডফিল এবং ডাম্পিং গ্রাউন্ডে খোলা অবস্থায় ফেলে রাখা হয়।
- দিল্লি, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, কলকাতা এবং চেন্নাইয়ের মতো প্রধান শহরগুলো **মিথেন নির্গমন**, ল্যান্ডফিলে আগুন, বিষাক্ত **লিচেট (Leachate)** এবং মারাত্মক বায়ু ও জল দূষণের মতো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।
- গ্রামীণ ভারতেও প্লাস্টিক বর্জ্য, স্যানিটারি বর্জ্য এবং ইলেকট্রনিক বর্জ্য ছড়িয়ে পড়ার ফলে পরিবেশগত সমস্যা প্রকট হচ্ছে।

গ. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি, ২০২৬

- এই বিধিগুলো **পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬**-এর অধীনে তৈরি করা হয়েছে, যা মূলত ১৯৭২ সালের **স্টকহোম ঘোষণা** (Stockholm Declaration) অনুযায়ী ভারতের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য সংবিধানের **২৫৩ অনুচ্ছেদের** অধীনে প্রণীত হয়েছিল।
- অনুচ্ছেদ ২৫৩ সংসদকে আন্তর্জাতিক চুক্তির খাতিরে রাজ্যের বিষয়গুলোতেও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়, যা পরিবেশ শাসনে **কেন্দ্রের ভূমিকাকে** শক্তিশালী করে।
- তবে, এই সাংবিধানিক ক্ষমতা যেন স্থানীয় প্রশাসন, **জনস্বাস্থ্য** এবং **পৌর শাসনের** ওপর অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনেকাংশেই জমির প্রাপ্যতা, জনবসতির ধরণ, **আর্থিক সক্ষমতা** এবং নাগরিক অংশগ্রহণের মতো **স্থানীয় কারণের** ওপর নির্ভর করে, যা প্রতিটি রাজ্য ও অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

কার্যকর ও বিকেন্দ্রীভূত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

১. জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য

- **জনস্বাস্থ্যের জন্য:** বর্জ্যের অনুপযুক্ত নিষ্পত্তি জল দূষণ, রোগের বিস্তার, মশার প্রজনন এবং খোলা জায়গায় আবর্জনা পোড়ানো বা ল্যান্ডফিলের নির্গমনের কারণে **শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতার** কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
  - দুর্বল স্যানিটারি ব্যবস্থা বিশেষ করে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের নিকটবর্তী এবং **নিম্ন আয়ের বসতিগুলোতে** বসবাসকারী মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে, যেখানে পরিবেশগত স্বাস্থ্যঝুঁকি অত্যন্ত বেশি। তাই জনস্বাস্থ্য উন্নত করা, রোগ প্রতিরোধ এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য **বৈজ্ঞানিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা** প্রয়োজন।
- **পরিবেশ সুরক্ষার জন্য:** খোলা জায়গায় ময়লা ফেলা এবং অপরিকল্পিত ল্যান্ডফিল থেকে প্রচুর পরিমাণে **মিথেন গ্যাস** নির্গত হয়, যা **জলবায়ু পরিবর্তন** এবং বিশ্ব উষ্ণায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।
  - অপরিশোধিত বর্জ্য ভূগর্ভস্থ জল, নদী, হ্রদ, কৃষিজমি এবং উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রকে দূষিত করে, যার ফলে **জীববৈচিত্র্য** এবং পরিবেশগত ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু প্রশমন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং **টেকসই নগর উন্নয়নের** জন্য কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য।

২. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy) এবং সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে

- সঠিকভাবে **পৃথকীকরণ (Segregation)**, পুনর্ব্যবহার (Recycling), কম্পোস্টিং এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ বর্জ্যকে দরকারী সম্পদে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে, যেমন— সার, পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ, জৈব-শক্তি এবং শিল্পের কাঁচামাল। এটি প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ কমিয়ে, **সম্পদের দক্ষতা** (Resource Efficiency) বৃদ্ধি করে, **সবুজ কর্মসংস্থান** (Green Jobs) সৃষ্টি করে এবং নতুন কাঁচামালের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে একটি **বৃত্তাকার অর্থনীতিকে** সমর্থন করে।

৩. বিকেন্দ্রীভূত বর্জ্য শাসন সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং দায়বদ্ধতাকে শক্তিশালী করে

- কার্যকর বর্জ্য শাসনের জন্য শক্তিশালী **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো** (Cooperative Federalism) প্রয়োজন, কারণ মহানগর, পাহাড়ি শহর, উপকূলীয় অঞ্চল, আদিবাসী এলাকা এবং গ্রামীণ জনপদে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়। এখানে **সাবসিডিয়ারিটি নীতি** (Principle of Subsidiarity) গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যার অর্থ হলো শাসনের কাজগুলো স্থানীয় বাস্তবতা এবং মানুষের প্রয়োজনের নিকটতম স্তরে (তৃণমূল স্তরে) সম্পাদিত হওয়া উচিত।
- বর্জ্য উৎপাদনের ধরণ, সংগ্রহ ব্যবস্থা, জমির প্রাপ্যতা, জনসংশ্লিষ্টতা এবং আঞ্চলিক পরিবেশগত অবস্থা সম্পর্কে **স্থানীয় সরকারের** (Local Governments) ধারণা অনেক ভালো থাকে। তাই **বিকেন্দ্রীভূত শাসন** (Decentralised

Governance) স্বচ্ছতা, স্থানীয় দায়বদ্ধতা, নাগরিকদের মালিকানাবোধ এবং প্রশাসনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে, অতিরিক্ত **কেন্দ্রীকরণ** প্রায়শই স্থানীয় উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয় এবং রাজ্যগুলোকে কেবল বাস্তবায়নকারী সংস্থায় পরিণত করে।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি, ২০২৬-এর প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দুর্বল করে**

- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি, ২০২৬ একটি উচ্চমাত্রার **কেন্দ্রীভূত শাসন কাঠামো** (Centralised Governance Structure) প্রতিফলিত করে, যেখানে কেন্দ্র সরকার পরিচালনার রূপরেখা তৈরি করে এবং রাজ্য ও স্থানীয় সংস্থাগুলো মূলত কেবল বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে।
- এই পদ্ধতি **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে** (Cooperative Federalism) দুর্বল করে, কারণ বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসনিক সক্ষমতা, আর্থিক সম্পদ, পরিবেশগত অবস্থা এবং শাসনের চ্যালেঞ্জগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়।
- একটি অভিন্ন জাতীয় কাঠামো **অঞ্চল-ভিত্তিক বাস্তবতা** (Region-specific Realities) মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হতে পারে এবং স্থানীয় উদ্ভাবন ও নমনীয়তার সুযোগ কমিয়ে দেয়।

২. **'একই নীতি সবার জন্য' (One-Size-Fits-All) পদ্ধতি তৃণমূল বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে**

- ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জগুলো আলাদা; কারণ মহানগর, পাহাড়ি শহর, উপকূলীয় অঞ্চল, আদিবাসী এলাকা এবং গ্রামীণ জনপদ সম্পূর্ণ ভিন্ন **ভৌগোলিক ও পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার** সম্মুখীন হয়।
- তা সত্ত্বেও, এই বিধিগুলো পরিকাঠামো, আর্থিক সক্ষমতা এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের পার্থক্যগুলো পর্যাপ্তভাবে বিবেচনা না করেই সবার ওপর **একই ধরনের বাধ্যবাধকতা** (Compliance Expectations) আরোপ করে, যা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবাস্তব বোঝা তৈরি করতে পারে।

৩. **গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলোর দুর্বল সক্ষমতা**

- অধিকাংশ **গ্রাম পঞ্চায়েতের** প্রযুক্তিগত কর্মী, ডিজিটাল পরিকাঠামো, আর্থিক সম্পদ এবং উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ সুবিধার অভাব রয়েছে।
- গ্রামীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জনসচেতনতা, পারিবারিক স্তরে **কম্পোস্টিং** (Composting), সহজতর বর্জ্য সংগ্রহ এবং স্থানীয় বাস্তবতার উপযোগী **ক্লাস্টার-ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ** (Cluster-based Processing) ব্যবস্থার ওপর বেশি জোর দেওয়া উচিত।

৪. **ডিজিটাল কমপ্লায়েন্সের বোঝা এবং দুর্বল আর্থিক সহায়তা**

- CPCB (কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাল রিপোর্টিং, অডিট এবং কেন্দ্রীভূত নজরদারির ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ফলে প্রকৃত পরিষেবার চেয়ে **কাগজকলম এবং ডাটা এন্ট্রির** দিকে মনোযোগ বেশি চলে যেতে পারে।
- একই সাথে, পৌরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলো আর্থিক সংকট, দুর্বল রাজস্ব উৎপাদন এবং অনিয়মিত অনুদানের ওপর নির্ভরশীলতার সম্মুখীন হচ্ছে, যা তাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনে সীমাবদ্ধতা তৈরি করে।

৫. **বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার ঝুঁকি** (Risk of Judicialisation)

- বিধিগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হলে **জনস্বার্থ মামলা** (PIL) এবং বিচারবিভাগীয় নজরদারি বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে শাসনব্যবস্থা প্রকৃত পরিবেশগত ফলাফল এবং নাগরিক অংশগ্রহণের পরিবর্তে কেবল **কম্প্লায়েন্স রিপোর্ট** (Compliance Reports) বা আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

বিকেন্দ্রীভূত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বৈশ্বিক সেরা অনুশীলন

১. **জার্মানির বিকেন্দ্রীভূত রিসাইক্লিং মডেল**

- জার্মানি শক্তিশালী **পৌর স্বায়ত্তশাসন** (Municipal Autonomy), নাগরিক অংশগ্রহণ, উৎপাদকের দায়িত্ব এবং কঠোর **উৎস পৃথকীকরণ** (Source Segregation) অনুশীলনের ভিত্তিতে একটি দক্ষ বিকেন্দ্রীভূত রিসাইক্লিং ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।
- স্থানীয় পরিকাঠামো এবং সম্প্রদায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী অঞ্চল-ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থা নকশা করার জন্য স্থানীয় সরকারগুলোকে **নমনীয়তা** (Flexibility) প্রদান করা হয়।

২. **জাপানের সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক বর্জ্য শাসন**

- জাপান অত্যন্ত সুশৃঙ্খল **সম্প্রদায়-ভিত্তিক বর্জ্য পৃথকীকরণ** ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে নাগরিকরা কঠোর স্থানীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী বর্জ্য বাছাই এবং পুনর্ব্যবহারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।
- শক্তিশালী **স্থানীয় দায়বদ্ধতা** (Local Accountability) এবং সামাজিক শৃঙ্খলা জাপানকে ল্যান্ডফিলের ওপর নির্ভরতা কমাতে এবং রিসাইক্লিং দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করেছে।

৩. **সুইডেনের বৃত্তাকার অর্থনীতি** (Circular Economy) **পদ্ধতি**

- সুইডেন উন্নত প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা এবং শক্তিশালী **বৃত্তাকার অর্থনীতি** নীতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বর্জ্যকে শক্তি এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদে সফলভাবে রূপান্তরিত করেছে।
- দক্ষ পৃথকীকরণ ব্যবস্থা এবং **স্থানীয় উদ্ভাবন** (Local Innovation) সারা দেশে ল্যান্ডফিলের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে।

ভারতে টেকসই বর্জ্য শাসন কাঠামো তৈরির পথ

১. **জাতীয় মানের সাথে রাজ্যের নমনীয়তার ভারসাম্য বজায় রাখা**

- কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত ন্যূনতম পরিবেশগত মানদণ্ড নির্ধারণ করা, পাশাপাশি রাজ্যগুলোকে তাদের নিজস্ব পরিবেশগত, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং **আর্থিক বাস্তবতা** (Fiscal Realities) অনুযায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নকশা করার পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া। এই ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে** শক্তিশালী করবে।

২. **স্থানীয় সরকারগুলোকে আর্থিক ও প্রশাসনিকভাবে ক্ষমতায়ন করা**

- তৃণমূল স্তরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলোর পর্যাপ্ত **আর্থিক সহায়তা**, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, **প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন** এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।
- স্থানীয় সংস্থাগুলোকে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীল কেবল 'বাস্তবায়নকারী সংস্থা' হিসেবে না দেখে, প্রকৃত **স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান** হিসেবে গণ্য করতে হবে।

৩. **ভিন্ন অঞ্চলের জন্য প্রেক্ষাপট-ভিত্তিক বর্জ্য মডেল**

- ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চ্যালেঞ্জগুলো ভিন্ন হওয়ায় আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নকশা করা উচিত।
- **মেগাসিটিগুলোর** জন্য উন্নত বর্জ্য-প্রক্রিয়াকরণ পরিকাঠামো এবং বৈজ্ঞানিক ল্যান্ডফিল প্রতিকার প্রয়োজন। অন্যদিকে, **গ্রামীণ এলাকা** এবং ছোট শহরগুলোর জন্য **কমিউনিটি কম্পোস্টিং** এবং ক্লাস্টার-ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ সুবিধার মতো বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৪. **নাগরিক অংশগ্রহণকে বর্জ্য শাসনের কেন্দ্রে রাখা**

- টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা **আচরণগত পরিবর্তন** (Behavioural Change), সম্প্রদায়ের মালিকানাবোধ এবং পৃথকীকরণ ও স্যানিটেশন অনুশীলনে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর নির্ভর করে।

- **ওয়ার্ড কমিটি**, **গ্রামসভা**, এবং রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (RWA)-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় বর্জ্য শাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তুলতে হবে।

৫. রাজ্যগুলোকে উদ্ভাবনে উৎসাহিত করা

- রাজ্যগুলোকে অঞ্চল-ভিত্তিক উদ্ভাবন যেমন— অনানুষ্ঠানিক বর্জ্য শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি এবং স্থানীয় রিসাইক্লিং বাজার তৈরির জন্য উৎসাহিত করা উচিত। সফল রাজ্য-স্তরের পরীক্ষাগুলো পরবর্তীতে জাতীয় স্তরে অনুকরণ করা যেতে পারে।

উপসংহার

ভারতের বর্জ্য সংকট কেবল **কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ** এবং উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া প্রশাসনিক নির্দেশের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়। একটি পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশগতভাবে টেকসই দেশ গড়ার জন্য **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো**, ক্ষমতায়নকৃত স্থানীয় সরকার, **বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামো** এবং **জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের** ওপর ভিত্তি করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো প্রয়োজন।

Q. India's waste crisis cannot be solved through excessive centralisation alone." Examine the challenges associated with the Solid Waste Management Rules, 2026 and suggest suitable measures. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

Click here to watch this video